ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

তিক্ততা চরমে! অর্জুনের জন্মদিনে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট মালাইকার

পৃঃ ৫

মেসির ইনজুরি নিয়ে যা জানালেন আর্জেন্টিনা কোচ

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৭৯ ● কলকাতা ● ১৭ আষাঢ়, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ০২ জুলাই, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

শেয়ার মার্কেটে টাকা ঢালার নামে

বড় অঙ্কের প্রতারণার অভিযোগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শেয়ার মার্কেটে টাকা ঢালার নামে বড় অঙ্কের প্রতারণার অভিযোগ। চাঞ্চল্যকর ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার বেনাই এলাকায়। এখানে শেষ নয় , দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সোনারপুরে একই ঘটনা ঘটে রয়েছে। এমন ঘটনা জানাজানি হয়ে মিডিয়া ফোন করতে মিডিয়াকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। শেয়ার মার্কেটে এক লক্ষ টাকা দিলে মাসে মাসে পাওয়া যাবে ৮ হাজার টাকা সুদ। এমনই প্রলোভন দেখিয়ে গ্রামের মহিলাদের কাছ থেকে টাকা তোলা হয়েছে। আর তারপরই বাড়িতে তালা দিয়ে গায়েব দম্পতি।এলাকার লোকজন বলছেন, ওরা তো কয়েক মাসের টাকাও ফেরত দেয়। কিন্তু তারপর ওই দম্পতি আচমকা বেপাত্তা হয়ে যায়। প্রায় ৬ মাস আর কেউ টাকা না পেতেই সন্দেহ বাড়তে থাকে। বুঝতে পারেন যে তাঁরা প্রতারিত হয়েছেন। এরপরই এদিন দল বেঁধে দাসপুর থানায় গিয়ে অভিযোগ জানানোর সিদ্ধান্ত নেন। অভিযোগ পেতেই দাসপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এলাকায়। তবে এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত দম্পতির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।অভিযোগ উঠছে এমনটাই। টাকা ফেরত পেতে একজোট হলেন গ্রামের প্রতারিত মহিলারা। সোজা গেলেন পুলিশের কাছে।

তাঁরা অভিযোগের আঙুল তুলছেন বেনাই এলাকারই হারু পাল ও তনুশ্রী পালের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, গোটা বছর টাকা তুলেছেন। কয়েক মাসের সুদের টাকা ফেরতও দিয়েছেন। এটা দেখেই টাকা ঢালতে আগ্রহী হন এলাকার অন্যান্য মহিলারও। তা দেখেই এলাকার আরও ২০০ জনেরও

এরপর ৩ পাতায়

রাহুলের মন্তব্যে উত্তাল লোকসভা

ক্ষমা চাওয়ার দাবি অমিতের

বেবি চক্রবর্তী: দিল্লি: নিউজ সারাদিন : লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর 'হিন্দু' মন্তব্যের জেরে উত্তাল হল লোকসভা। রবিবার রাষ্ট্রপতির প্রারম্ভিক ভাষণ নিয়ে আলোচনায় বক্তব্য রাখতে ওঠেন রাহুল। শাসক জোটের সাংসদদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'যাঁরা নিজেদের হিন্দু বলেন, তাঁরা কেবল হিংসার কথা বলেন, ঘৃণার কথা এবং অসত্য কথা বলেন।'তার পরই ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে হইচই শুরু হয়ে যায়। বিজেপি সাংসদেরা রাহুলকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবি তোলেন। এমনকি রাহুলের বক্তব্যের মাঝেই নিজের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'গোটা হিন্দু সম্প্রদায়কে হিংসাশ্রয়ী বলে দেগে দেওয়া খুবই বিপজ্জনক।'

সোমবার রাহুল শিব, হজরত মহম্মদ, গুরু নানক এবং যীশু খ্রিষ্টের ছবি দেখিয়ে ভারত এবং অহিংসার ধারণা ব্যাখ্যা করেন। শিবের ছবি দেখিয়ে তিনি বলেন, 'আপনি যদি প্রভু শিবের ছবি দেখেন, তবে বুঝবেন হিন্দুরা কখনও ভয়, হিংসা ছড়াতে পারে না। কিন্তু বিজেপি সর্ব ক্ষণ ভয়, ঘৃণা ছড়িয়ে বেড়ায়।' শিবের অভয়মুদ্রার সঙ্গে কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক হাতেরও যোগসূত্র টানেন রাহুল। একই সঙ্গে রায়বরেলীর কংগ্রেস সাংসদ বলেন, 'মোদী, বিজেপি, আরএসএস-ই কেবল হিন্দু নয়।' তার পরই লোকসভায় হইচই শুরু হয়ে যায়।

রাহুলকে ক্ষমা চাইতে বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, 'উনি (রাহুল) জানেন না কোটি কোটি মানুষ নিজেকে গর্বভরে হিন্দু বলে থাকেন। কোনও ধর্মের সঙ্গে হিংসাকে জড়িয়ে দেওয়া ভুল। তাঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত।' রাহুলকে আক্রমণ করতে গিয়ে কংগ্রেস আমলের জরুরি অবস্থা এবং শিখ-বিরোধী হিংসার প্রসঙ্গ তোলেন শাহ।

সোমবার বক্তব্যের শুরুতেই রাহুল দাবি করেন, ভারত নামক ধারণার উপরে আঘাত নেমে আসছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই ইডি তাঁকে হেনস্থা করেছে বলে দাবি করেন রাহুল। তাঁর কথায়, 'আমি ভারত সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আক্রমণের শিকার হয়েছি। আমার সবচেয়ে উপভোগযোগ্য মুহূর্ত হল ৫৫ ঘণ্টা ধরে ইডির জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হওয়া।' প্রধানমন্ত্রীর 'পরমাত্মা' মন্তব্য নিয়েও মোদীকে কটাক্ষ করেন রাহুল।

যোগীর পুলিশের হাতে

ধৃত বঙ্গ বিজেপি নেতা

বনগাঁ: নিউজ সারাদিন : যোগীর পুলিশের হাতে ধৃত বঙ্গ বিজেপি নেতা। সোমবার উত্তর ২৪ পরগনা বাগদায় অভিযান চালায় উত্তরপ্রদেশের পুলিশ। মানবপাচারের অভিযোগে বাগদার যুব বিজেপির সাধারণ সম্পাদককে গ্রেপ্তার করে তারা। ট্রানজিট রিমান্ডে তাঁকে উত্তরপ্রদেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য আজই বনগাঁ আদালতে তোলা হচ্ছে।গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "এরা প্রচুর রোহিঙ্গাদের দেশে ঢুকিয়ে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড করে দিয়েছে। দেশবিরোধী কাজ করছে। আর এদেরই দলের দায়িত্বপূর্ণে পদে বসাচ্ছে বিজেপি।" পালটা দিয়েছে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মণ্ডল। তাঁর কথায়, "বিক্রম গরিব ঘরের ছেলে। টোটো চালায়। কোনও যাত্রী হয়তো ধরা পড়েছে। তার সঙ্গে ওর ফোনে কথা হয়েছিল। সেই সূত্রেই ওকে নিয়ে যাচ্ছে।" তাঁর আরও দাবি, "বিনা দোষে কোনও গরিব ঘরের ছেলেকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। তবে যদি দোষ প্রমাণিত হয়, তবে আইন আইনের পথে চলবে।"স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম বিক্রম রায়। পেশায় টোটো চালক। সোমবার বিকেলে তাঁকে বাগদার গাঙ্গুলিয়া থেকে ধরা হয়। বিক্রম বাগদার যুব বিজেপির সাধারণ সম্পাদক। সূত্রের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে মানব পাচারের অভিযোগ রয়েছে। তবে নাশকতামূলক কার্যকলাপেও তাঁর নাম জড়িয়েছে বলে খবর। উত্তরপ্রদেশের এটিএস বিক্রমকে গ্রেপ্তার করেছে। আজই তাঁকে আদালতে তোলা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ☐ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০০২০

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

৫ টি আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আগামী আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪–এর মধ্যে রাজ্যের ৫টি স্থানে একটি করে ৫দিনের আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করবে। আগ্রহীরা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিবকে উদ্দেশ্য করে আবেদন জানাতে পারেন।কর্মসূচি এবং নিয়মাবলি বিশদে নীচে দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	তারিখ	স্থান	বিভাগের অন্তর্গত জেলা	সাক্ষাৎকার গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ ও স্থান
১	মালদা বিভাগ	১২ – ১৬ আগস্ট ২০২৪	বহরমপুর	উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর ০২.০৮.২০২৪
২	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৭ – ২১ আগস্ট ২০২৪	বারুইপুর	কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, নদিয়া	আলিপুর (কলকাতা) ০৮.০৮.২০২৪
৩	জলপাইগুড়ি বিভাগ	২৮ আগস্ট – ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং	কোচবিহার ০৫.০৮.২০২৪
৪	বর্ধমান বিভাগ	০৯ – ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪	বর্ধমান	পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, বীরভূম	পূর্ব বর্ধমান ০৯.০৮.২০২৪
৫	মেদিনীপুর বিভাগ	১৮ – ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ঝাড়গ্রাম	বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া	ঝাড়গ্রাম ২২.০৮.২০২৪

যোগ্যতা : বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। একজন মাত্র একটি কেন্দ্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন, তাঁকে ওই বিভাগের যে কোনো জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। আবেদনে থাকতে হবে – নাম, বয়স, পিতা/মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, প্রথাগত শিক্ষা, লিঙ্গ, বিভিন্ন কলায় পারদর্শীতার অভিজ্ঞতা (যদি থাকে), যোগাযোগের ফোন নম্বর। দিতে হবে আধার কার্ডের কপি ও ১ টি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ২০ /০৭ /২০২৪ এর মধ্যে workshop.pbna@gmail.com –এ মেইল করে আবেদন করবেন। সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পেলে নিজের খরচায় আসতে হবে। নির্বাচিত হলে কর্মশালায় বিনা ব্যয়ে অংশগ্রহণ করা যাবে। শিবির শেষে শংসাপত্র পাওয়া যাবে।

যোগাযোগ : (০৩৩) ২২২৩ -১১৩২

সচিব
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী এম ভেঙ্কাইয়া নাইডুর

জীবন ও কাজ নিয়ে তিনটি বইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী

সংবাদ দাতা : নিউজ সারাদিন : প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী এম ভেঙ্কাইয়া নাইডুর ৭৫তম জন্মজয়ন্তীর প্রাক্কালে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে তাঁর জীবন ও কাজের ওপর লেখা তিনটি বইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। যে বইগুলি আজ প্রকাশিত হল তার মধ্যে রয়েছে (১) দ্য হিন্দুর হায়দরাবাদ সংস্করণের প্রাক্তন সম্পাদক শ্রী এস নাগেশ কুমারের লেখা 'ভেঙ্কাইয়া নাইডু - লাইফ ইন সার্ভিস', (২) উপ-রাষ্ট্রপতির প্রাক্তন সচিব ডঃ আই ভি সুব্বারাওয়ের সম্পাদিত চিত্র সংকলন 'সেলিব্রেটিং ভারত - দ্য মিশন অ্যান্ড মেসেজ অফ শ্রী এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু অ্যাজ থার্টিন্থ ভাইস-প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া' এবং (৩) শ্রী সঞ্জয় কিশোরের তেলেগুতে লেখা চিত্র সমৃদ্ধ জীবনী 'মহানেতা - লাইফ অ্যান্ড জার্নি অফ শ্রী এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু'। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামীকাল ১ জুলাই শ্রী এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু ৭৫ বছর পূর্ণ করবেন। এই ৭৫ বছর এক অসাধারণ যাত্রার সাক্ষী। প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শ্রী ভেঙ্কাইয়া নাইডুর সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করার সুযোগ তাঁর হয়েছে। ভেঙ্কাইয়া নাইডু যখন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি ছিলেন, তখন এই যাত্রার সূচনা হয়েছিল। এরপর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সহযোগী হিসেবে, দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে এবং পরে রাজ্যসভার অধ্যক্ষ হিসেবে শ্রী ভেঙ্কাইয়া নাইডুর ভূমিকার সময় তাঁরা একসঙ্গে কাজ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ছোট একটি গ্রাম থেকে আসা একজন ব্যক্তি যখন এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন, তখন তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার যে কতটা সমৃদ্ধ হয় তা কল্পনাতীত। তিনি নিজে ভেঙ্কাইয়া নাইডুর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছেন বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শ্রী নাইডুর জীবন হল আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যক্তিত্বের এক নিখুঁত সংমিশ্রণ। তিনি বলেন, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানায় বিজেপি এবং জনসংঘ বর্তমানে শক্তিশালী হলেও কয়েক দশক আগে অবস্থাটা একেবারেই অন্যরকম ছিল। প্রচুর খামতি থাকা সত্ত্বেও শ্রী নাইডু 'নেশন ফার্স্ট'-এর আদর্শকে সামনে রেখে একজন এবিভিপি কার্যকর্তা হিসেবে তাঁর ভূমিকা পালন করেছিলেন। ৫০ বছর আগে জরুরি অবস্থার সময় শ্রী নাইডু যেভাবে তার বিরোধিতা করেছিলেন তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৭ মাস কারারুদ্ধ করেও তাঁকে দমানো যায়নি। তিনি প্রকৃত অর্থেই সাহসী ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাজপেয়ী সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী হিসেবে শ্রী নাইডু নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ মানুষ, দরিদ্র এবং কৃষকদের সেবা করা। তাঁর নিজের সরকারে কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী হিসেবে শ্রী ভেঙ্কাইয়া নাইডু যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, তার প্রশংসা করে শ্রী মোদী বলেন, 'স্বচ্ছ ভারত মিশন', 'স্মার্ট-সিটি মিশন' এবং 'অমৃত যোজনা' শ্রী নাইডুর উদ্যোগেই শুরু হয়েছিল। প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতির নরম, কোমল স্বভাব, বাগ্মিতা ও সরসতার প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শ্রী নাইডুর বুদ্ধিমত্তা, স্বতঃস্ফূর্ততা, চটজলদি কথা এবং 'ওয়ান লাইনার'-এর কোন তুলনা হয় না। ২০১৪ সালে তিনি MODI-র ব্যাখ্যা করেছিলেন 'মেকিং অফ ডেভেলপড ইন্ডিয়া' হিসেবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের মধ্যে যে গভীরতা, গুরুত্ব, সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রজ্ঞার পরিচয় থাকত, তার প্রশংসা না করে উপায় নেই। রাজ্যসভার অধ্যক্ষ হিসেবে শ্রী নাইডু এক ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন বলে প্রধানমন্ত্রী অভিমত প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ৩৭০ ধারা বিলোপের বিলটি রাজ্যসভায় পেশ করার অভিজ্ঞতা জানান। শ্রী নাইডুর দীর্ঘ সক্রিয় এবং সুস্থ জীবন কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী। শ্রী নাইডুর আবেগঘন প্রকৃতির ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোন প্রতিকূলতা কখনই তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তাঁর সহজ জীবনযাপন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার দিকটিও প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরেন। বিভিন্ন উৎসবে শ্রী নাইডুর বাসভবনে কাটানো সময়ের স্মৃতিচারণ করেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতীয় রাজনীতিতে শ্রী নাইডুর মতো ব্যক্তিত্বদের অবদানের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে তিনটি বই আজ প্রকাশিত হল, তার মধ্য দিয়ে শ্রী নাইডুর জীবন ও কাজের যে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তা তরুণ প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী একটি কবিতার কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। এই কবিতাটি তিনি একবার রাজ্যসভায় শ্রী নাইডুকে উৎসর্গ করেছিলেন। ২০৪৭ সালে ভারত তার স্বাধীনতার শতবর্ষ উদযাপন করবে। ২০৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে শ্রী নাইডুও তাঁর শতবর্ষ উদযাপন করবেন বলে প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা,

পুলিশ আছে কিনা সেই প্রশ্ন তুলে দিলেন রাজ্যপাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চোপড়ায় তরুণ-তরুণীকে নৃশংসভাবে মারধরের ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ আছে কিনা সেই প্রশ্ন তুলে দিলেন তিনি। রাজ্যপালের অভিযোগ, পুলিশের একটা বড় অংশে অপরাধবোধ ঢুকে গেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত ওই তরুণ-তরুণী চোপড়ার লক্ষ্মীপুর গ্রামে দীঘলগাঁও এলাকায় বাসিন্দা। ভিডিওয় দেখা যাওয়া তরুণী একজন বিবাহিত গৃহবধূ। ভিডিওয় যে যুবককে মার খেতে দেখা যাচ্ছে, তার সঙ্গে মেয়েটির বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে বলে শোনা যায়। অভিযোগ, এই নিয়ে গ্রামে জানাজানি হতেই ডাকা হয় এক সালিশি সভা। সে সভা ডাকার ভূমিকায় ছিল 'জেসিবি'।কে চোর আর কে পুলিশ সেটাই মাঝেমধ্যে বোঝা যাচ্ছে না। বর্তমানে দিল্লিতে রয়েছেন রাজ্যপাল বোস। রাজ্যে ফিরে তিনি চোপড়া যাবেন বলে রাজভবন সূত্রে খবর।

'ইনসাফ সভা' ডেকে ওই দুজনকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। সেই তৃণমূল নেতা এই ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছে, তার নাম জেসিবি ওরফে তাজেমুল। এলাকার বিধায়ক হামিদুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সে। বিজেপি ইতিমধ্যেই দাবি করেছে, বাংলায় তালিবানি শাসন চলছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে কোনও মহিলা রাজ্যে সুরক্ষিত নন। রাজ্যপালের কথাতেও কার্যত একই সুর শোনা গেছে। এক ভিডিও বার্তায় সিভি আনন্দ বোস বলেন, "বাংলার প্রতিটি ক্ষেত্রে এখন খুন, ধর্ষণ, মারধরের ঘটনা ঘটে। বাংলার রাস্তায় রক্ত ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। আর গ্রামগুলিতে মৃত্যুমিছিল হচ্ছে প্রতিদিন।" এই প্রসঙ্গেই রাজ্যের পুলিশকে তুলোধনা করেন রাজ্যপাল। প্রশ্ন তোলেন, বাংলায় কি কোনও পুলিশবাহিনী রয়েছে? রাজ্যপালের কথায়, "খাতায়-কলমে পুলিশ রয়েছে কিন্তু চোর আর পুলিশের মধ্যে পার্থক্য কমে আসছে। পুলিশের একটা বড় অংশ এমনকী কয়েকজন আইপিএস, আইএএস অফিসারদের মধ্যে অপরাধবোধ ঢুকে গেছে।"

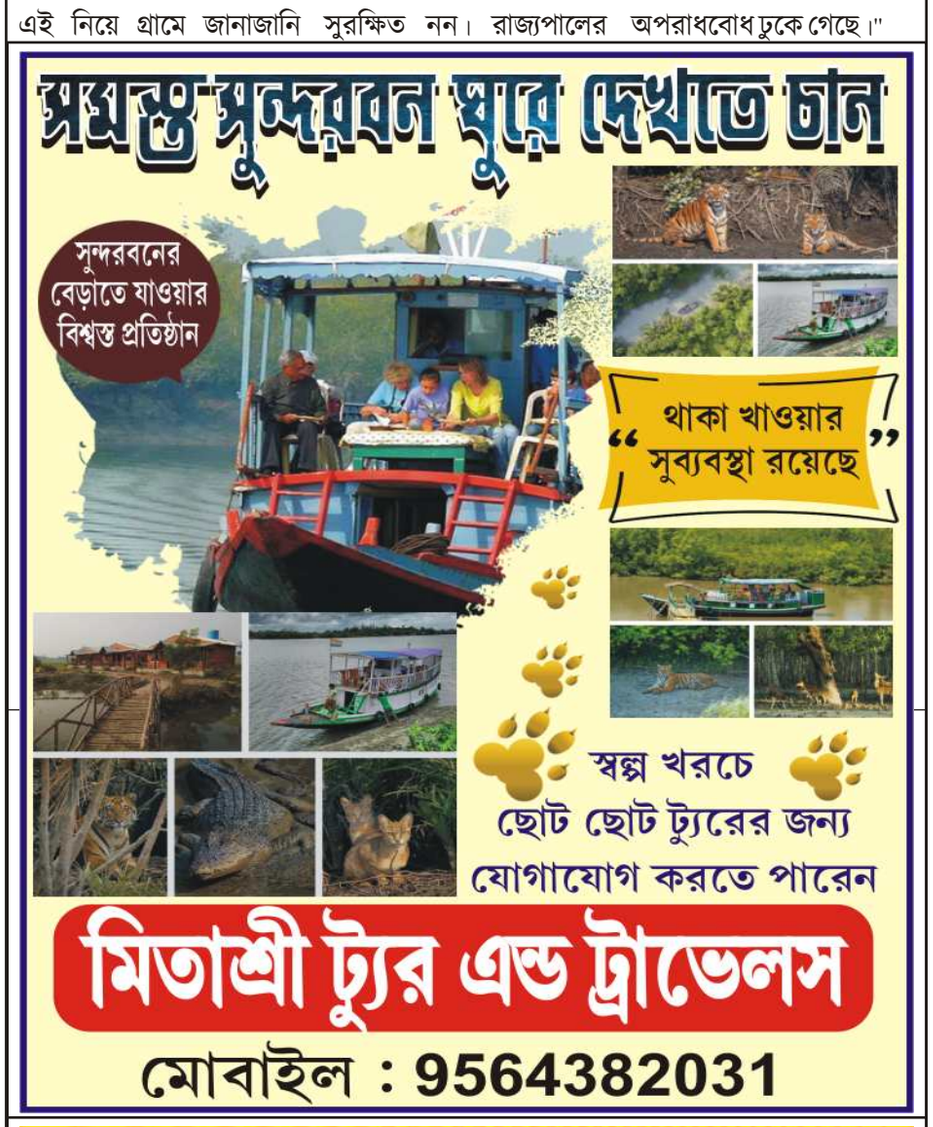

শালিমার পেইন্টস নতুন হিরো পণ্য লাইন চালু করলো,

যা সমৃদ্ধ সমাধানের সাথে প্রযুক্তিগত

দুর্গাপুর, ১ জুলাই ২০২৪: নিউজ সারাদিন : শালিমার পেইন্টস লিমিটেড, ভারতীয় পেইন্টস শিল্পে ১২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে একটি অগ্রগামী, তাদের ফ্ল্যাগশিপ পণ্য, হিরোর সাফল্য উদযাপন করলো এবং কলকাতায় একটি গতিশীল ইভেন্টে তাদের বিস্তৃত পোর্টফোলিও প্রসারিত করে এমন উদ্ভাবনী পণ্য প্রবর্তন করেছে। ইভেন্টের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল হিরো ৫-ইন-১ সুপার প্রিমিয়াম ইন্টেরিয়র ইমালশনের জয়, সাথে ছিল হিরো সুপার প্রিমিয়াম এক্সটেরিয়র ইমালসন এবং হিরো ইন্টেরিয়র এক্সটেরিয়র লঞ্চ করা।

পরিবর্তন এবং অগ্রগতির দৃষ্টিভঙ্গি মূর্ত করে, এই উপস্থাপনা 'আপগ্রেড কিয়া ক্যা'র একটি অগ্রণী প্রচারণা ছিল, যা মেশিনের উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের বাড়িগুলি উন্নত করার জন্য উদ্বুদ্ধত করে। শালিমার পেইন্টস কেমিস্ট্রিতে দৃঢ় গবেষণা এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুনভাবে তৈরি পণ্য প্রদানের জন্য ব্যবস্থিত করা।

মিঃ কুলদীপ রায়না, শালিমার পেইন্টসের সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং ডিরেক্টর, বলেন, "এই ইভেন্ট শালিমার পেইন্টসের প্রযুক্তিগত এবং উৎকৃষ্ট তার অস্তিত্বের অপরিহার্য অনুসরণ দেখায়। আমরা হিরো সুপার প্রিমিয়াম ইন্টেরিয়র ইমালশনের সাফল্যে অভিভূত হয়েছি, যা এক বছরের মধ্যে গ্রাহকের মধ্যে পছন্দের পছন্দ হয়ে উঠেছে।"

শালিমার পেইন্ট এলাস্টমেরিক বৈশিষ্ট্য এবং ফাইবার শক্তি বৃদ্ধি সহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বিত জলরোধী সমাধান গুলির একটি উন্নত সংগ্রহ চালু করেছে। এগুলো উচ্চতর ক্র্যাক-ব্রিজিং ক্ষমতা নিশ্চিত করে, এমনকি সবচেয়ে ছোট ফাটল গুলিকে কার্যকরভাবে সিল করে যাতে জলের প্রবেশ এবং কাঠামোগত ক্ষতি রোধ করা যায়। জিরো ড্যাম্প এডভান্স এবং জিরো ড্যাম্প স্মার্ট সহ প্রস্তুত গুলি হল উন্নত সম্পূর্ণ প্রস্থান যা উচ্চ মৃদুত্ব বা ভারী বৃষ্টিপাতের প্রকাশে প্রদান করা হয় যেখানে দ্বিগুণ নিঃসরণের প্রতিরোধ প্রকৃতি জলনলীকরণের জন্য আদর্শ প্রস্তাব করে। এছাড়াও, তাদের সুসংহত কাঠের পরিমাণ এমনকি মেলামাইন, এনসি ল্যাকার, সীলার এবং ১ কে পি ইউ সমাপ্তি সহ সূক্ষ্মভাবে প্রস্তুত করা হয় যাতে গ্রাহকদের সমস্ত কাঠের জন্য সংরক্ষণ এবং অভিযান্ত্রিক অভিপ্রায় মিলায় সৌন্দর্যময় আকর্ষণ এবং দৃঢ় সুরক্ষা। এই সমাধানগুলি মিলিত করে সংরক্ষিত কাঠের কিছু দুর্লভ সৌন্দর্য এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

তিনি আরও বলেন, "আমরা নতুন সংযোজন প্রবর্তন করতে পেরে রোমাঞ্চিত যা গ্রাহকের প্রত্যাশা ছাড়িয়ে উচ্চতর পণ্য সরবরাহের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিকে আন্ডারস্কোর করে। এই উদ্ভাবন গুলি শক্তিশালী গবেষণার ফলস্বরূপ, দীর্ঘস্থায়ী প্রাচীরের নান্দনিকতার প্রতিশ্রুতি দেয়। উপরন্তু, আমাদের বিস্তৃত পরিসরে কাঠের আবরণ এবং জিরো ড্যাম্প ওয়াটারপ্রুফিং পণ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, বিশেষ করে বর্ষা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে দেয়ালকে আর্দ্রতা এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য আদর্শ। আমরা নিশ্চিত যে এই সর্বশেষ অফারগুলি আমাদের গ্রাহকদের দ্বারা আন্তরিকভাবে গ্রহণ এবং মূল্যবান হবে।"

বিগত বছরে, শালিমার পেইন্টসী নতুন পণ্য লঞ্চ করেছে, সর্বদা বিকশিত গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে। প্রতিটি পণ্য উদ্ভাবন এবং স্থায়িত্বের প্রতি কোম্পানির উৎসর্গ প্রদর্শন করে। কোম্পানী পণ্যগুলির গুণগত মান তৈরি করার জন্য একটি অত্যাধুনিক গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র গুলির অনেক অবকাঠামো নির্মাণ করছে, মানসম্পন্ন পণ্যের উদ্ভাবনের প্রতি তার উৎসর্গ কে শক্তিশালী করে। আমাদের কারখানা থেকে পেইন্ট এর প্রতিটি ক্যানে স্থায়িত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং গুণমানের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। উপরন্তু, কোম্পানি একটি ব্যতিক্রমী দল গড়ে তুলছে এবং গ্রাহকদের, সার্ভিসিং ডিলার এবং পেইন্টার দের সাথে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং পছন্দগুলি কে কার্যকরভাবে বোঝানোর জন্য দৃঢ় সংযোগ গড়ে তুলছে। শালিমার পেইন্টস একটি নতুন অবতার অনুমোদন করছে যাতে প্রযুক্তিগত উন্নত পণ্যগুলি রয়েছে, যা আধুনিক দিনের গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে, যারা আপগ্রেড করতে চায়। একটি উন্নত অভিজ্ঞতার প্রতি তার প্রতিশ্রুতিকে শক্তিশালী করে যা ঐতিহ্যগত পেইন্ট অ্যাপ্লিকেশনের বাইরে চলে যায়, শালিমার ২.০ এটি স্পর্শ করা প্রতিটি স্থানকে সমৃদ্ধ করে এবং পুনরুজ্জীবিত করে।

চোপড়ার আঁচ গিয়ে পড়েছে জাতীয় রাজনীতিতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে গোটা রাজ্যে। চোপড়ার আঁচ গিয়ে পড়েছে জাতীয় রাজনীতিতেও। এসবের মধ্যেই এবার শোকজ করা হল চোপড়া থানার আইসিকে। সোমবার দুপুরে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে রাজ্য পুলিশ। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে জানানো হয়েছে, ঘটনার কথা জানতে পেরেই পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্তকে শনাক্ত করে গ্রেফতার করেছে।উল্লেখ্য, চোপড়ার ওই ঘটনায় অভিযুক্ত তাজমুল ওরফে জেসিবিকে গ্রেফতার করে সোমবার ইসলামপুর আদালতে পেশ করেছিল পুলিশ। আদালতে এদিন সরকারি আইনজীবী আবেদন জানিয়েছিলেন, যাতে অভিযুক্তকে ১০ দিনের জন্য পুলিশি হেফাজতে পাঠানো হয়। তবে বিচারক তাজমুলের ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এদিন আদালতের ঘটনাক্রম প্রসঙ্গে সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল বলছেন, "ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় মামলা হয়েছে। খুনের চেষ্টা, শ্লীলতাহানির মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। ৫ দিনের পুলিশ হেফাজত দিয়েছেন বিচারক।"পুলিশের তরফে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে তদন্তা শুরু করা হয়েছে। যে মহিলা এই ঘটনার শিকার হয়েছেন, তাঁকে পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে রাজ্য পুলিশের এক্স হ্যান্ডেলে। পাশাপাশি এক্স হ্যান্ডেলে পুলিশের তরফে আরও দাবি করা হয়েছে, চোপড়া থানা এলাকায় মহিলাকে জনসমক্ষের মারধরের অভিযোগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভুল তথ্য ছড়ানোর চেষ্টা চলছে। ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক রং লাগানোর অপচেষ্টা চলছে বলেও এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে রাজ্য পুলিশ।

১-ম পাতার পর

শেয়ার মার্কেটে টাকা ঢালার নামে বড় অঙ্কের প্রতারণার অভিযোগ

বেশি মহিলা টাকা দেন ওই দম্পতিকে। সূত্রের খবর, কেউ কেউ তো এক লক্ষ থেকে দু লক্ষ পর্যন্ত টাকা দিয়েছেন হারু-তনুশ্রীকে। কিন্তু, তারা যে এই কাজ করতে পারেন তা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেননি তাঁরা। সকলেই বলছেন, ভরসা-বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে গ্রামের লোকই যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে তা ভাবিনি।

বাহুবলী নেতা তাজমুল ওরফে জেসিবি-কে

পুলিশ রবিবার রাতেই গ্রেফতার করেছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উত্তরবঙ্গের উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর মহকুমার চোপড়া ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দীঘলগাঁও এলাকায় সালিশি সভা বসিয়ে এক যুগলকে বেধড়ক মারধরের ঘটনায় রীতিমত অস্বস্তিতে পড়েছে জেলা প্রশাসন। যদিও সেই ঘটনার মূল মাথা তথা এলাকার বাহুবলী নেতা তাজমুল ওরফে জেসিবি-কে পুলিশ রবিবার রাতেই গ্রেফতার করেছে। অনেকেই মনে করছেন, হামিদুর যা বলেছেন তা ইচ্ছাকৃত ভাবেই বলেছেন, তৃণমূলকে ড্যামেজ করার লক্ষ্য নিয়েই বলেছেন। কেননা কিছুদিন আগে হয়ে যাওয়া লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে নিজেদের দাপট ধরে রেখেছে বিজেপি। জিতেছে ৮টির মধ্যে ৬টি আসনে। এই অবস্থায় ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে চোপড়া থেকে জিততে এখন থেকেই হামিদুর বিজেপির সুবিধা করে দিচ্ছেন। সেই কারণেই এই সব বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন যাতে আগামী দিনে উত্তরবঙ্গের হিন্দু ভোট একচেটিয়া ভাবে বিজেপির ঝুলিতে চলে যায় আর তিনি যেন চোপড়া থেকে নিশ্চিত ভাবে জিতে যান। যদিও তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে হামিদুরের মন্তব্য দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নজরে এসেছে এবং তাঁর এহেন মন্তব্যের জন্য তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিসও পাঠানো হতে পারে।কিন্তু এখন চোপড়ার তৃণমূল বিধায়ক হামিদুর রহমানের এক মন্তব্যের জেরে আরও বড় বিতর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে। সব থেকে বড় কথা বিজেপি নেতা অমিত মালব্যের সুরে সুর মিলিয়ে হামিদুর যে মন্তব্য করেছেন তার জেরে এখন তৃণমূলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, হামিদুর কী বিজেপির হাতে তামাক খাওয়া শুরু করেছেন! ২৬'র বিধানসভা নির্বাচনের আগেই কী তিনি বিজেপিতে যোগ দেবেন, নাকি দলে থেকে সাবাতোজ করে বিজেপিকে জেতাতে সাহায্য করবেন!ঠিক কী বলেছেন হামিদুল? রাজ্যের প্রথম শ্রেনীর এক সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া বার্তায় তিনি বলেছেন, 'আমরা ঘটনার নিন্দা জানাই। কিন্তু মহিলাটিও অন্যায় করেছেন। তিনি তাঁর স্বামী, ছেলে ও মেয়েকে ছেড়ে শয়তান জানোয়ারে পরিণত হন। মুসলিম রাষ্ট্র অনুযায়ী কিছু নিয়ম ও ন্যায়বিচার আছে। যাইহোক, আমরা একমত যে যা ঘটেছে তা অনেকটা চরম ছিল। এখন এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' মালব্য কী বলেছেন? চোপড়ার ঘটনার ভিডিও পোস্ট করে অমিত দাবি করেছেন, এই ঘটনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনের কুৎসিত রূপ। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল শরিয়া বিচারালয় চালাচ্ছে। এই দুই

এরপর ৪ পাতায়

জুলজিক্যাল সার্ভে আয়োজিত প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস

শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারত বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে তার সমগ্র প্রাণীজগতের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছে বলে কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দর যাদব জানিয়েছেন। এই তালিকায় মোট ১,০৪,৫৬১টি প্রজাতি রয়েছে। এই সাফল্যের সুবাদে জীববৈচির্ত্যের হিসাব রক্ষার ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বনেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, জীববৈচির্ত্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভারত বরাবরই বিশ্বের অগ্রণী দেশ। আমাদের ঐতিহ্য, নীতি এবং মূল্যবোধ প্রকৃতিকে সম্মান জানায় এবং জীববৈচির্ত্য সংরক্ষণের প্রচার করে। জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ১০৯-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে শ্রী যাদব আজ কলকাতায় দেশের প্রাণীজগতের তালিকাসম্বলিত একটি পোর্টালের সূচনা করেন। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রী যাদব বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রকৃতি সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী এবং কার্যধারার প্রতিফলন ঘটেছে 'এক পেড় মা কে নাম' অর্থাৎ 'মায়ের জন্য একটি গাছ' শীর্ষক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে। তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর এটি সরকারের প্রথম বড় মাপের কর্মসূচি। প্রধানমন্ত্রীর 'মিশন লাইফ' বিশ্বের সামনে সুস্থিত ভোগ ও সংরক্ষণের উপযোগিতা তুলে ধরেছে বলে শ্রীযাদব মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, আমরা প্রকৃতি থেকে যা কিছু গ্রহণ করি, তা বিশুদ্ধ আকারে আবার প্রকৃতির কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। জীববৈচির্ত্য ও প্রজাতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে সরকারের ইন্টারন্যাশনাল বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্স-এর মতো উদ্যোগগুলি তুলে ধরেন তিনি। এই প্রসঙ্গে ভারতে চিতাদের আনার উল্লেখ করেন মন্ত্রী। শ্রী যাদব বলেন, ফনা অফ ইন্ডিয়া-র চেকলিস্ট পোর্টাল হল, দেশের সমগ্র প্রাণীজগতের প্রথম সার্বিক নথি। এটি শ্রেণীবিন্যাসকারী, গবেষক, শিক্ষাবিদ, সংরক্ষণ ব্যবস্থাপক এবং নীতি নির্ধারকদের কাছে অমূল্য তথ্যের ভান্ডার হিসাবে কাজ করবে। এতে ১২১টি তালিকা রয়েছে। বিপন্ন, এলাকা ভিত্তিক এবং নির্ধারিত প্রজাতিগুলিকেও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস শীর্ষ সম্মেলন ২০২৪-এর উদ্বোধন করে শ্রীযাদব জীববৈচির্ত্য সংরক্ষণের কাজে নিবেদিত ১০৯টি গৌরবময় বছর অতিক্রান্ত করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানকে অভিনন্দন জানান। ১০৯ সংখ্যাটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, বৌদ্ধদের প্রার্থনা মালার ১০৯-তম পুঁতিটি হল কৃতজ্ঞতা, স্বীকৃতি এবং নীরবতার প্রতীক। এডুয়ার্ড কন-এর লেখা 'হাউ ফরেস্ট থিঙ্ক : টুয়ার্ডস অ্যান অ্যানথ্রোপলজি বিয়ন্ড দ্য হিউম্যান' বইটির ভূয়সী প্রশংসা করে শ্রী যাদব বলেন, এই বইতে কন দেখিয়েছেন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট ধরনের গাছই কেন জন্মায় তার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ রয়েছে। এই গাছগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। কীটপতঙ্গ আটকানো এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির একটি উদাহরণ। গাছ এভাবেই চিন্তা করে। প্রাণীগত শ্রেণীবিন্যাস সম্মেলনে তিনটি প্রধান বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। ১. শ্রেণীবিন্যাস, পদ্ধতি এবং বিবর্তন ২. পরিবেশ বিদ্যা এবং প্রাণীদের আচরণ ৩. জীববৈচির্ত্য ও তার সংরক্ষণ। চারটি দেশের ৩৫০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন। এর মধ্যে লন্ডনের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের প্রতিনিধিও রয়েছেন। তিন দিনের এই সম্মেলনে ২১টি পূর্ণাঙ্গ বক্তৃতা এবং ১৪২টি মৌখিক/পোস্টার উপস্থাপনার আয়োজন করা হয়েছে। সম্মেলন শেষ হবে তেশরা জুলাই। জীববৈচির্ত্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে এই সম্মেলনে উঠে আসা সুপারিশগুলি ভারত সরকারকে জানানো হবে। এর আগে শিশুরা তাদের মায়েদের সঙ্গে 'এক পেড় মা কে নাম' অর্থাৎ 'মায়ের জন্য একটি গাছ' কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে মন্ত্রীর উপস্থিতিতে চারাগাছ রোপণ করে। মন্ত্রী, প্রতিনিধি এবং অংশগ্রহণকারীরা সবাই মিলে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠানও শোনেন। শ্রী যাদব জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া 'অ্যানিমেল ডিসকভারিজ ২০-২৩' শীর্ষক একটি বইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। এতে ৬৪১টি নতুন প্রাণী প্রজাতির উল্লেখ রয়েছে। বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্ল্যান্ট ডিসকভারিজ ২০-২৩ শীর্ষক একটি বইয়েরও আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন তিনি। এছাড়া আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বইয়েরও আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়। অনুষ্ঠানে বন বিভাগের মহা নির্দেশক এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের সচিব জীতেন্দ্র কুমার 'ইন্টারন্যাশনাল সোস্যাইটি অফ জুলজি'-র উদ্বোধন করেন। জুলজিক্যাল সার্ভের সঙ্গে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ১০টি সমঝোতাপত্র সাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন জুলজিক্যাল সার্ভের অধিকর্তা ধৃতি ব্যানার্জী। সাংস্কৃতিক উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

দেশের উন্নয়নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা ড. বিধান চন্দ্র রায়

বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : ডক্টর বিধান চন্দ্র রায় বিশ্বাস করতেন যে, তরুণরাই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। তাই তাদের উচিত ধর্মঘট ও অনশন ছেড়ে নিজেদের ও দেশের উন্নয়নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা।

ডক্টর বিধান চন্দ্র রায় যখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন তখন রাজ্যের পরিস্থিতি খুবই খারাপ ছিল। পশ্চিমবঙ্গ ছিল সাম্প্রদায়িক হিংসার কবলে। এর পাশাপাশি খাদ্য ঘাটতি, বেকারত্ব এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুদের আগমনও উদ্বেগের কারণ ছিল।তিনি কঠোর পরিশ্রম করে তিন বছরের মধ্যে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন এবং অন্যান্য সমস্যাও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। বিধানচন্দ্র রায়ের ভারত রত্ন ভারত সরকার বিধান চন্দ্র রায়ের অসামান্য অবদানের জন্য ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১ সালে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'ভারত রত্ন' দিয়ে তাকে সম্মানিত করে।১৯২৮ সালে কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি নিজেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘাতের রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখে সবার প্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯২৯ সালে তিনি দক্ষতার সাথে বাংলায় আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করেন এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে নির্বাচিত হন। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে বেআইনি ঘোষণা করে এবং ডঃ বিধান চন্দ্র রায় সহ সকল সদস্যকে গ্রেফতার করে জেলে বন্দি করে। ১৯৩১ সালে ডান্ডি মার্চের সময় কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অনেক সদস্য জেলে ছিল। তাই কংগ্রেস পার্টি বিধানচন্দ্র রায়কে জেলের বাইরে থাকতে এবং কর্পোরেশনের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে বলে। বিধানচন্দ্র রায় কলকাতার মেয়র ১৯৩৩ সালে বিধানচন্দ্র রায় কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। তার নেতৃত্বে কর্পোরেশন বিনামূল্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, উন্নত রাস্তা, ভাল আলো এবং ভাল জল বিতরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করে। ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় প্রবন্ধ রচনা বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী স্বাধীনতার পর কংগ্রেস পার্টি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নাম প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু তিনি চিকিৎসা পেশায় মনোনিবেশ করতে চেয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী তাকে বোঝালে তিনি পদটি গ্রহণ করেন এবং ২৩ জানুয়ারী ১৯৪৮ সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিধানচন্দ্র রায়ের অবদান তিনি চিকিৎসা শিক্ষা সংক্রান্ত অনেক প্রতিষ্ঠানে তার অবদান রেখে গিয়েছেন। বিধান চন্দ্র রায় যাদবপুর টি.বি. হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন সেবা সদন, কমলা নেহেরু হাসপাতাল, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউট এবং চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল স্থাপন করেন। ১৯২৬ সালে তিনি চিত্তরঞ্জন সেবা সদন স্থাপন করেন। প্রথমদিকে মহিলারা এখানে আসতে দ্বিধা করলেও ডক্টর বিধান চন্দ্র রায় ও তাঁর দলের কঠোর পরিশ্রমে সকল সম্প্রদায়ের মহিলারা এখানে আসতে শুরু করে। তিনি নার্সিং ও সমাজ সেবার জন্য নারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করেন।১৯৪২ সালে ডঃ বিধান চন্দ্র রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো কঠিন পরিস্থিতিতেও তিনি কলকাতায় শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা বজায় রাখতে সফল হন। তার চমৎকার সেবার জন্য তাকে 'ডক্টর অব সায়েন্স' উপাধি দেওয়া হয়। বিধান চন্দ্র রায় ছিলেন এক ধন্বন্তরী চিকিৎসক। রোগীকে একবার দেখেই তিনি বলেদিতেন রোগীর কি রোগ হয়েছে। ডক্টর বিধান চন্দ্র রায় বিশ্বাস করতেন যে, তরুণরাই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। তাই তাদের উচিত ধর্মঘট ও অনশন ছেড়ে নিজেদের ও দেশের উন্নয়নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা। ড. বিধান চন্দ্র রায়ের জীবন কাহিনী রাজনৈতিক জীবন তিনি ১৯২৩ সালে রাজনীতিতে যোগ দেন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে ব্যারাকপুর নির্বাচনী এলাকায় শক্তিশালী নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে পরাজিত করেন। ১৯২৫ সালে, তিনি হুগলি নদীতে ক্রমবর্ধমান দূষণ এবং তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করার জন্য বিধানসভায় একটি প্রস্তাবও পেশ করেছিলেন। বিলেত থেকে এফআরসিএস পাশ করার পর তিনি দেশের মানুষের চিকিৎসার করার জন্য বাংলায় ফিরে এসছিলেন । প্রথমে কলকাতার মহানাগরিক এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের একাধিক উন্নয়ন করেছিলেন। সল্টলেক , লেকটাউন মত বেশ কিছু এলাকার রূপকার । এসবকে ছপিয়ে ড. বিধান চন্দ্র রায়ের আরও একটি গল্প অমর হয়ে গিয়েছে । ডাক্তার নীলরতন সরকারের কন্যা কল্যাণীর সঙ্গে বিধান চন্দ্র রায়ের অপূর্ণ প্রেম কাহিনী । বিধানচন্দ্র রায় নিজের পুরানো প্রেম নিজের থেকে কখনও আলাদা করেন নি । বরং প্রেমিকার নামেই আস্ত শহরের নামকরণ করেছিলেন যা আজকে পরিচিত কল্যাণী নগরী হিসাবে । নদীয়া জেলায় এই ছোট শহরটি কলকাতা থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং এই শহরটি কলকাতা থেকে অনেক নবীন । বিধান চন্দ্র রায় এই শহরটি তৈরি করেছিলেন । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই শহরটি রুজভেল্ট টাউন হিসাবে পরিচিত ছিল , পরে এই শহরটি নিজের প্রেমিকার নামে নামাঙ্কিত করেছিলেন ।

বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যু ১৯৬২ সালের ১ জুলাই তিনি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি একটি 'নার্সিং হোম; চালানোর জন্য তার বাড়ি দান করেছিলেন। এরপর তিনি তাঁর মা কে শ্রদ্ধা জানাতে 'অঘোরকামিনী দেবীর' নামে এই নার্সিং হোমের নামকরণ করেছিলেন। স্নিগ্ধ মুখের মৃদু হাঁসি দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে জয় করেছিলেন কঠিন বাস্তবকে " প্রেমিকা কল্যাণী'র " অপূর্ণ প্রেমের ত্যাগের কাহিনী আজও যেন অমর ইতিহাসের পাতা ।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৭৯ সংখ্যা ০২ জুলাই, ২০২৪ মঙ্গলবার ১৭ আষাঢ়, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

সিআইডির তদন্তকারী অফিসারকে হুমকির অভিযোগ উঠল 'কুখ্যাত' সুবোধ সিংয়ের বিরুদ্ধে

সিআইডির তদন্তকারী অফিসারকে হুমকির অভিযোগ উঠল 'কুখ্যাত' সুবোধ সিংয়ের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, সোমবার আদালত থেকে সুবোধকে জেলে পাঠানো হয়। জেল চত্বরেই সিআইডি তদন্তকারী এক অফিসারের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, 'গ্যাংস্টার' সুবোধ হুঁশিয়ারি দেন, 'কেন এসব করছেন? এই সব করছেন, সাবধানে থাকুন।' দেখে নেওয়ার হুমকিও দেন বলে অভিযোগ।গত দু'দিন ধরে আসানসোলেই আছেন সুবোধ। তাঁর দাবি, মিথ্যা মামলায় তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। আসানসোল আদালত থেকে বেরোনোর পথে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'বাংলার পুলিশ অপদার্থ। ওরা অপরাধ নিয়ন্ত্রণই করতে পারে না।' সুবোধ দাবি করেন, ৬ বছর ধরে তিনি জেলে। অথচ তাঁর ঘাড়ে দায় ঠেলা হচ্ছে। আসানসোল দক্ষিণ থানায় সিআইডির তরফ থেকে সুবোধের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়।২০২২ সালে রানিগঞ্জে একটি ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতি ও অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে। তারই তদন্তে উঠে আসে 'ত্রাস' সুবোধ সিংয়ের নাম। গ্রেফতার হওয়ার পর বিহারের বেউর জেলে বিচারাধীন বন্দি তিনি। সিআইডি তাঁকে হেফাজতে চায়।

ম্যানগ্রোভের প্রাচীর সাগরদ্বীপের পালিত হলে ম্যানগ্রোভ গাছ উৎসব

নিজস্বতা সংবাদাদাতা, সাগরদ্বীপ : নিউজ সারাদিন : ম্যানগ্রোভের প্রাচীর সাগরদ্বীপের পালিত হলে ম্যানগ্রোভ 'গাছ উৎসব'। ম্যানগ্রোভ গাছের প্রাচীর গড়ে ঝড়ের হাত থেকে সাগরদ্বীপকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছেন গঙ্গাসাগরের মানুষ। এই কাজে আরও বেশি স্বতস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে এসে অংশ নিতে স্থানীয় মানুষকে আহ্বান জানানো হয়েছে। ১-৭ জুলাই 'বনমহৎসব' উপলক্ষে সাগরদ্বীপের ধবলাট-লালপুর উত্তরপাড়া মিলন সংঘ এবং 'দি বেঙ্গল চেম্বার' নামে একটি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এই বিষয়ে প্রচার শুরু হয়েছে সাগরজুড়ে। সোমবার সংস্থা দুটির মিলিত উদ্যোগে স্থানীয় মানুষজন এবং বিভিন্ন বয়সের স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করা হয়। পরিবেশ দূষণরোধ, বৃক্ষরোপন, এবং ম্যানগ্রোভ রক্ষার বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের বার্তা লেখা প্ল্যাকার্ড, ব্যানার হাতে নিয়ে এদিন মানুষজন গঙ্গাসাগর, ধবলাট, কালীবাজার, বাগবাজার, রুদ্রনগর, মুড়িগঙ্গা-সহ বিভিন্ন নদী এলাকায় পথ পরিক্রমা করেন। অনুষ্ঠান শেষে 'দি বেঙ্গল চেম্বার' অধিকর্তা সোমা মিত্র মুখার্জি বলেন, 'প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে সাগর দ্বীপকে বাঁচাতে আমরা দ্বীপের চারপাশে ম্যানগ্রোভ গাছের প্রাচীর গড়ার কাজ করছি। এই কাজে স্থানীয় মানুষদের যুক্ত করা হচ্ছে।'

এদিনে 'বনমহাৎসব' (গাছ দিবস)-এর পাশাপাশি ধবলাট-লালপুর উত্তরপাড়া মিলন সংঘের একক উদ্যোগে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের বাঁচাতে এদিন গ্রামে একটি 'রক্তদান' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই মহৎ উৎসবে অংশ নিয়ে ছিলেন এই দ্বীপের বিভিন্ন গ্রামের অগণিত মানুষজন। এদিনের অনুষ্ঠানে ১৯৮ জন মহিলা এবং পুরুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন। উদ্যোক্তা সংস্থান প্রধান শঙ্কর বেরা, মদনমোহন দাসরা জানিয়েছেন,রক্তদানের মতো এমন একটি মহতী অনুষ্ঠানের অয়োজন করতে পেরে আমরা খুব খুশি। সাগরদ্বীপের কোনও মানুষের রক্তের প্রয়োজন হলে আমরা সব রকম সহযোগিতা করে থাকি।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এগুলো ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আসতে পারে, (যেমন স্বপ্ন, দিবাস্বপ্ন এবং আরও অনেক ধরণের কল্পনা) তেমনি একটি সমাজেও প্রভাব বিস্তার করে ফেলতে পারে। মানুষ যতদিন পৃথিবীতে তাদের টিকে থাকা নিয়ে সচেতন থাকবে হয়ত ততদিন তারা তাদের চারপাশের সকল বস্তুকে নিয়ে আনমনেই এই ধরণের অবাস্তব ধারণা তৈরি করতে থাকবে এবং এইভাবেই তারা দৈত্য, দানব, ভুত-প্রেত, দেবদূত, ফেরেশতা, ঈশ্বরসহ আরও অনেক অতিপ্রাকৃতিক সত্তার জন্ম দিতে থাকবে। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রা থেকে বাংলায়ও রথযাত্রার সূচনা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তৃতীয় পর্ব)

বাংলায়ও রথযাত্রার সূচনা। চৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচল থেকে এই ধারাটি বাংলায় নিয়ে আসেন। চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণবরা বাংলায় পুরীর অনুকরণে রথযাত্রার প্রচলন করেন। এখন বাংলার বহু জায়গাতেই এই রথযাত্রা অত্যন্ত জনপ্রিয়। সেই কারণেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত এই পঙক্তিগুলোর সাথে কে না পরিচিত? বিশ্বকবি যে রথযাত্রার কথা কবিতায় লিখেছেন, সে রথযাত্রার রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। সে ইতিহাসে আছে কল্পকাহিনী আর পুরাণের মিশেল, আছে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য আর আচার-প্রথার বর্ণনা। সেসব ইতিহাস আর প্রথাসিদ্ধ ঘটনার বর্ণনা নিয়ে এই আয়োজন।'রথ' শব্দের আভিধানিক অর্থ অক্ষ, যুদ্ধযান বা কোনোপ্রকার যানবাহন অথবা চাকাযুক্ত ঘোড়ায় টানা হালকা যাত্রীবাহী গাড়ি। এই গাড়িতে দুটি বা চারটি চাকা থাকতে পারে। সাধারণত অভিজাত শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়িকে রথ বলা হয়। পৌরাণিক কাহিনীতে রথের ব্যবহার দেখা যায় যুদ্ধক্ষেত্রে। মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সেনানায়করা রথে চড়ে নিজেরা যুদ্ধ করেছেন এবং সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করেছেন।

তবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে রথ শব্দের অর্থ কিন্তু ভিন্ন। গুরুত্ব এবং শ্রদ্ধার দিক থেকেও বেশ উপরে। তাদের কাছে রথ একটি কাঠের তৈরি যান, যাতে চড়ে স্বয়ং ভগবান এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করেন। ভগবানের এই রথারোহণই 'রথ যাত্রা' নামে পরিচিত। এই পবিত্র উৎসবটি প্রত্যেক বছর নির্দিষ্ট সময়ে উদযাপিত হয়ে থাকে। এর উৎপত্তিস্থল হিসাবে উড়িষ্যার প্রাচীন পুঁথি ওব্রহ্মাণ্ডপুরাণ্থ এ জগন্নাথদেবের রথযাত্রার ইতিহাস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এই রথযাত্রার প্রচলন হয়েছিল প্রায় সত্যযুগে। সে সময় উড়িষ্যা মালবদেশ নামে পরিচিত ছিল। সেই মালবদেশের সূর্যবংশীয় পরম বিষ্ণুভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণুর জগন্নাথরূপী মূর্তি নির্মাণ করেন এবং রথযাত্রারও স্বপ্নাদেশ পান। পরবর্তীতে তাঁর হাত ধরেই পুরীতে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ ও রথযাত্রার প্রচলন শুরু হয়।আর এই রাতকে নিয়ে নানা কাহিনী প্রচলিত রয়েছে, যেগুলোর সাথে জড়িয়ে আছে ভগবান শ্রী কৃষ্ণের নাম।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

লোকসভার অধিবেশনে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর নিশানায় প্রধানমন্ত্রী মোদি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোমবার ১৮তম লোকসভার প্রথম অধিবেশনে বিজেপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে চুমুল বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী বেকারত্ব নোট বন্দি সহ বিভিন্ন ইস্যুতে বিজেপি সরকারকে নিশানা করেন। পাশাপাশি মন্ত্রীসভার সদস্যরাও বিরোধী দল নেতাকে আক্রমণ করেন।

সোমবার লোকসভায় বিরোধীদল নেতা রাহুল গান্ধী কটাক্ষের সুরে মোদিকে আক্রমণ করে বলেন, 'ঈশ্বরের সঙ্গে তার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে'। এই কথা শোনার পর স্পিকার ওম বিড়লা রাহুল গান্ধীকে বাধা দিয়ে বলেন প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান করতে হবে। এর প্রত্যুত্তরে বিরোধী দলনেতা বলেন তিনি প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান করেই কথা বলছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছিলেন তিনি

জৈবিক নন। রাহুল গান্ধী এদিন কটাক্ষ করে বলেন প্রধানমন্ত্রী সরাসরি উপর থেকে বার্তা পেয়েছেন বলেই তিনি নোট বন্দি করেছেন। রাহুল গান্ধী আরো বলেন ভোটের আগে রাম মন্দির উদ্বোধন করা হয়েছে কারণ অযোধ্যা বিজেপিকে বার্তা দিয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন অযোধ্যায় সাধারণ মানুষের জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। এমনকি অযোধ্যায় ছোট ছোট দোকানদারদেরও ঘর ভেঙে দিয়ে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে।

এদিন বিরোধী দলনেতা আরো অভিযোগ করে বলেন রাম মন্দিরের উদ্বোধনের সময় সেখানে কোন গরীব ছিলেন না। সাধারণ মানুষকে উদ্বোধনের সময় আসতে দেওয়া হয়নি বলে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। রাহুল গান্ধী এদিন দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী অযোধ্যা থেকে লড়াই করবেন কিনা জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাকে বলা হয়েছিল অযোধ্যা থেকে লড়াই করবেন না। তারপর তিনি বারানসি থেকে লড়াই করেছিলেন। শুধু একটি ধর্মই নয় সব ধর্মই যে সাহসের কথা বলে সে কথাও তিনি বলেছেন। দেশের সংবিধানের ওপর আক্রমনের বিরোধিতা যারা করেছেন তাদের পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তিনি আরো অভিযোগ করেন দেশের এবং দলিত এবং সংখ্যালঘুদের ওপর আগ্রাসোনের বিরোধিতা যারা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নির্দেশে তাদেরও আক্রমণ করা হয়েছে।

৩ পাতার পর

বাহুবলী নেতা তাজমুল ওরফে জেসিবি-কে পুলিশ রবিবার রাতেই গ্রেফতার করেছে

নেতার বক্তব্য সামনে আসার পরেই প্রশ্ন ঘুরছে, বিজেপি নেতা যা দাবি করছেন তার সঙ্গে কীভাবে সুরে সুর মেলাচ্ছেন হামিদুর। কীভাবে দাবি করছেন ভারত বা পশ্চিমবঙ্গ মুসলিম রাষ্ট্র? সাংবিধানিক ভাবে ভারত তো এখনও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে বার বার অভিযোগ উঠেছে তাঁরা ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানাতে চায়। কিন্তু ভারতকে কে কবে কখন মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করল?প্রশ্ন, একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসাবে হামিদুর কীভাবে একজন নির্যাতিতাকে 'শয়তান জানোয়ার' আখ্যা দেন? একজন মহিলা তিনি বিবাহিত বা অবিবাহিত যাই হোন না কেন, তিনি নিঃসন্তান বা সন্তানবতী যাই হোন না কেন, সধবা বা বিধবা যাই হোন না কেন, তিনি ঠিক কাজ করেছেন না ভুল কাজ করেছেন তা বিচার করার দায়িত্ব আদালতের। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কীভাবে হামিদুর তাঁকে 'শয়তান জানোয়ার' আখ্যা দেন? যে দেশের রাষ্ট্রপতি একজন মহিলা, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা, দলের সুপ্রিমো একজন মহিলা, সেই দলের এক বিধায়ক কীভাবে একজন মহিলাকে 'শয়তান জানোয়ার' আখ্যা দেন? যে রাজ্যে মহিলাদের জন্য একাধিক আর্থসামাজিক সরকারি প্রকল্প রয়েছে, সেই রাজ্যের শাসক দলের বিধায়ক হয়ে কীভাবে হামিদুর এই কথা বলছেন? এত শত প্রশ্ন উঠে গিয়েছে যা শুধু সোশ্যাল মিডিয়াতে ঘুরছে তাই নয়, প্রশ্ন ঘুরছে তৃণমূলের অন্দরেও।

সিনেমার খবর

cinema TV

দীপিকার পাশে দাঁড়ালেন রিচা চড্ডা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আসন্ন ছবি 'কল্কি'র প্রচারে মুম্বইয়ের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। ওই অনুষ্ঠানে কালো বডিকন ড্রেসের সঙ্গে হাই হিলে নজর কেড়েছিলেন অভিনেত্রী। প্রচার অনুষ্ঠানের ছবিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করতেই কটাক্ষের শিকার হন তিনি। ভক্তরা দীপিকার লুকের কদর করলেও নিন্দুকেরা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় হাই হিল পরাকে মোটেই সমর্থন করেননি। সমালোচকরা দীপিকার হাই হিল নিয়ে রীতিমতো যেন 'বিচারসভা' বসিয়ে ফেলেছেন। এই রকম পরিস্থিতিতে দীপিকার পাশে দাঁড়ালেন আরেক অন্তঃসত্ত্বা রিচা চড্ডা। দীপিকাকে নিয়ে নেটিজেনদের সমালোচনার জবাব কড়াভাবে দিয়েছেন তিনি। একেবারে চাঁচা-ছোলা ভাষায় জবাব দিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, 'নো ইউট্রাস নো জ্ঞান'। অর্থাৎ 'যাদের জরায়ু নেই তাদের জ্ঞান দেয়ারও প্রয়োজন নেই'।

বৃহস্পতিবার (২৭ জুন) বিগ স্ক্রিনে মুক্তি পাবে অশ্বিনী নাগ পরিচালিত বহু প্রতিক্ষীত সিনেমা কল্কি। প্রথমবার এই সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় জুটি বাঁধছেন দক্ষিণী সুপারস্টার প্রভাস ও বলিউডের গ্ল্যাম ডল দীপিকা পাড়ুকোন। এছাড়া, এই সিনেমায় রয়েছেন অমিতাভ বচ্চন, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়সহ আরো অনেকেই।

শেষ মুহূর্তে সিনেমার প্রচারে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির ছিলেন প্রভাস, অমিতাভ ও দীপিকা। কালো বডিকন ড্রেসে স্পষ্ট ছিল দীপিকার বেবি বাম্প। বলা ভালো প্রেগন্যান্সির ছয় মাস পর প্রথমবার বেবি বাম্প প্রদর্শন করলেন তিনি। সেই সঙ্গে নজর কেড়েছিল দীপিকার পেন্সিল হিল। যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচকরা একেবারে বিচারসভা বসিয়ে দিয়েছিলেন। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এই রকম হিল পরা উচিত নয় বলেও দীপিকার সমালোচনা করেছেন অনেকে। প্রসঙ্গত, দীপিকার হিল পরা নিয়ে একজন নেটিজেন একটি রিল শেয়ার করেন। সেখানে দীপিকাকে সমর্থন করে তিনি লেখেন, দীপিকা বাচ্চা মেয়ে নয় যে ড্রেসিং সেন্স নিয়ে ওর কারো মতামত লাগবে। দীপিকা নিজের ভালোটা বোঝেন কোন জিনিস তাকে আরাম দেবে। তাই তৃতীয় ব্যক্তির পরামর্শের প্রয়োজন নেই। ওই রিল ভিডিওর নীচেই রিচ চড্ডার মন্তব্য, 'নো ইউট্রাস নো জ্ঞান'।

গত ১৯ জুন সন্ধ্যায় কল্কির প্রচারে হাই হিলসহ কালো বডিকন ড্রেসে যেন্তপ্রেগন্যান্সি গ্লো ফুটে উঠেছিল। তবে, ছয় মাসের গর্ভবতী এই ধরনের হাই হিল পরায় প্রচুর সমালোচিতও হয়েছেন দীপিকা। কেউ লিখেছেন, গর্ভাবস্থায় এমন হাই হিল সত্যিই বিপজ্জনক।

কারো মতে, যতই সুন্দর দেখতে হোক না কেন, এই সময়ে এমন হাই হিল পরা একেবারে উচিত নয়। কেউ লিখেছেন, গর্ভাবস্থায় কে এমন হাই হিল পরে? কিছুদিন আগেও অন্তঃসত্ত্বা দীপিকাকে নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। সেই সময় গর্ভবতী স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জবাব দিয়েছিলেন রণবীর সিং।

এবার বিক্রমের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন মধুমিতা!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : টালিউড সিনেমায় নতুন জুটি এক সময়কার ছোট পর্দায় জনপ্রিয় মুখ বিক্রম চট্টোপাধ্যায় এবং মধুমিতা সরকার। নতুন সিনেমা 'সূর্য'-তে জুটি হিসেবে দেখা যাবে তাদের।

নিজের না পাওয়াগুলো অন্যদের উজাড় করে দেয়ার গল্প বলবে এ সিনেমা। সিনেমাটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শিলাদিত্য মৌলিক। গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্রে রয়েছেন দর্শনা বনিক।

বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের নতুন এ সিনেমায় প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিক্রম। একেবারে ভিন্ন ধাঁচের চরিত্রে এর আগে দর্শক দেখেননি অভিনেতাকে। এদিকে চরিত্রে অনেক বৈচিত্র্য থাকায় শিলাদিত্য মৌলিকের এ সিনেমায় এক বাক্যে রাজি হয়েছেন অভিনেত্রী মধুমিতাও।

সিনেমায় মধুমিতার চরিত্রের নাম উমা। অন্যদিকে অভিনেত্রী দর্শনা বনিককে দেখা যাবে দিয়া নামে এক চরিত্রে। তিনজনের জীবনের জার্নি নিয়েই এগোবে সিনেমার গল্প।

নাটকের পাশাপাশি 'শহরের উষ্ণতম দিনে', 'পারিয়া' সিনেমায় দুর্দান্ত অভিনয় করে দর্শকের নজর কেড়েছেন বিক্রম। টেলিভিশন থেকে বড় পর্দায় বিক্রমের এ জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে খুব ভেবেচিন্তে সিনেমার গল্প বাছাই করেন অভিনেতা।

অন্যদিকে বিক্রমের মতো একই পথে হাঁটছেন মধুমিতাও। বিক্রমের মতো টেলিভিশন দিয়ে অভিনয় জীবন শুরু করলেও সিনেমাতেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন অভিনেত্রী। ওটিটির পর্দায় সিরিজে যেমন রয়েছেন তেমনি সিনেমা জগতেও মধুমিতা নিজের জায়গা পাকা করে ফেলেছেন খুব অল্প দিনেই। সিনেমাটির শুটিং হয়েছে ভারতের উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায়। আগামী ১৯ জুলাই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।

তিক্ততা চরমে! অর্জুনের জন্মদিনে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট মালাইকার

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : মঙ্গলবার মধ্যরাতে জুহুর বাড়িতেই বসেছিল বলিউড অভিনেতা অর্জুন কাপুরের জন্মদিন উদযাপনের আসর। তাতে উপস্থিত ছিলেন পরিবারের সদস্যরা। এছাড়াও বি-টাউনের বহু তারকা উপস্থিত ছিলেন সেখানে। কিন্তু প্রতি বছর জন্মদিনে যিনি সবার আগে এসে উপস্থিত হতেন, সেই মালাইকা অরোরাই অনুপস্থিত। অর্জুনের জন্মদিনের পার্টিতে মালাইকার অনুপস্থিতিই যেন এবার তাদের বিচ্ছেদের খবরে সিলমোহর দিল। গুঞ্জনটা বেশ কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল বলিউডে। এবার মালাইকা অর্জুনের জন্মদিনে না আসাতেই যেন তা অনেকটাই পরিষ্কার। অনেকেই ইতোমধ্যে এই নিয়ে কানাঘুষা শুরু করে দিয়েছেন। তাহলে কি অর্জুন-মালাইকার মুখ দেখাদেখি বন্ধ! সেই গুঞ্জন আরও উস্কে দিয়েছেন মালাইকা নিজেই, অর্জুনের জন্মদিনে ইঙ্গিতপূর্ণ একটি পোস্টের মাধ্যমে।

গত মাসে বিচ্ছেদের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর জানা যায়, সম্পর্ক ভাঙলেও নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব বজায় রাখবেন অর্জুন-মালাইকা। কিন্তু এদিন মালাইকার অনুপস্থিতি দেখে নেটাগরিকরা প্রশ্ন তুলছেন, আদৌ কি দু'জনের মধ্যে আর বন্ধুত্বটুকুও বজায় রয়েছে? এর মাঝেই মালাইকা লেখেন, "আমি জীবনে এমন মানুষ চাই যাদের উপর চোখ বন্ধ করে ভরসা করতে পারব। শুধু তাই নয়, এমন মানুষ যারা আমার পিছনেও একই রকম ব্যবহার করবে।"

দীর্ঘ পাঁচ বছর সম্পর্কে ছিলেন মালাইকা-অর্জুন। সম্পর্ক কেন ভাঙল, তা-ও স্পষ্ট নয়। যদিও মালাইকার ম্যানেজার সম্পর্ক ভাঙার খবর অস্বীকার করেছিলেন। তবে অর্জুনের জন্মদিনের পার্টিতে মালাইকার অনুপস্থিতি যেন নতুন করে উস্কে দিল জল্পনা।

আমার মেয়ে কবে কার সঙ্গে ডেটে যায় সেটাও জানি : স্বস্তিকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, তিনি বরাবরই ঠোঁট কাটা স্বভাবের। নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে ছাপিয়ে এবার কন্যা অন্বেষাকে খোলামেলা কথা বললেন এই অভিনেত্রী। মা-মেয়ের সম্পর্ক কতটা বন্ধুত্বপূর্ণ হতে পারে তা আগেও জানিয়েছিলেন স্বস্তিকা। এবার দ্বিধাদন্দ্ব না রেখে বলে দিলেন মেয়ের ডেটের কথাও।

ভয় নয় বরং ছেলে-মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখাটাকে বেশি নিরাপদ মনে করেন স্বস্তিকা। জানালেন, আমি ওকে বলি, আমাকে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। মা কী ভাববে, তা ভেবে যেন কিছু লুকিয়ে না যায়। সমস্যা হলে দু'জনে মিলে তার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করব। এখন পর্যন্ত আমাদের সম্পর্কটা খুবই ভাল। ও কবে কার সঙ্গে ডেটে গিয়েছে, সেটাও আমি জানি। সন্তানকে এই কমফোর্ট জোনটা মা-বাবাদেরই দিতে হবে।

অণ্বেষার পড়াশোনা সবে শেষ। মা হিসেবে তাকে নিয়ে চিন্তাই করতে হয় না স্বস্তিকার। তার কথায়, মেয়ে এখন আপাতত এক বছর চাকরি করবে। তারপর পিএইচডির পড়াশোনা শুরু করবে। সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদে ওকে কখনও বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু আমি তো একজন মা। তাই সব সময় একটা চিন্তা লেগেই থাকে।

মেসির ইনজুরি নিয়ে

যা জানালেন আর্জেন্টিনা কোচ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চিলির বিপক্ষে ১-০ গোলের স্বস্তির জয়ে কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টিনা। তবে এবার চিন্তার বিষয় আর্জেন্টিনার তারকা অধিনায়ক লিওনেল মেসির চোট।

২৬ জুন চিলির বিপক্ষে মাঠে নেমে চোটের সমস্যায় পড়েন পেয়েছেন মেসি। এদিন ম্যাচ শেষে সাংবাদ সম্মেলনো আর্জেন্তাইন কোচ লিওনেল স্কালোনিকে মেসির চোট নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, এই মুহূর্তে মেসির সঙ্গে ম্যাচের পর আমার কোনও কথা হয়নি। ও একদম শেষ পর্যন্ত খেলেছে।

লা পুলগাদের বিরুদ্ধে একটি চিন্তার মধ্যে পড়তে হয়েছে। ম্যানেজারের নিজের ৩৭ বয়সী স্ট্রাইকারের উপর আস্থা রয়েছে। সকলেই আশা করছেন তিনি একেবারেই সুস্থ হয়ে যাবেন কিন্তু তাকে নিয়ে কোনওরকম রিস্ক নিতে নারাজ টিম ম্যানেজমেন্ট।

২০২২ বিশ্বকাপে একের পর এক মিস করে আর্জেন্টিনার সমর্থকদের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিলেন লাউতারো মার্টিনেজ।

তবে বিশ্বকাপের পর নিজেকে ঠিকই ফিরিয়ে এনেছেন চেনা ছন্দে। চলতি বছর ইন্টার মিলানের হয়ে ইতালিয়ান সিরিআ জয় করেছেন। যেখানে লাউতারো হয়েছেন বর্ষসেরা স্ট্রাইকার। তবু কোপা আমেরিকায় চিলির বিপক্ষে ম্যাচে আর্জেন্টিনার প্রথম একাদশে জায়গা মেলেনি তার। প্রথমার্ধের হতাশা আর দ্বিতীয়ার্ধে চাপের মুখে থাকায় শেষ পর্যন্ত লাউতারো মার্টিনেজকেই মাঠে নামাতে বাধ্য হলেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। ৭৩ মিনিটে মাঠে নেমে ৮৮ মিনিটে করলেন দলের জয়সূচক গোল। লিওনেল মেসির কর্নার থেকে জটলায় বল পেয়েছিলেন এই স্ট্রাইকার। সেখান থেকেই এলো জয়সূচক গোল।

কোপা আমেরিকায় আর্জেন্টিনার বেশ পুরানো প্রতিদ্বন্দ্বী চিলি। ৩০ বার দেখা হয়েছে দুই দলের। আর্জেন্টিনা এখন পর্যন্ত অপরাজিত, যে দুইবার শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে হেরেছে, সেটা টাইব্রেকারে। এবারও ব্যর্থতার ধারা ভাঙতে পারেনি চিলি।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারত 'কিছু একটা' করেছে,

কেন বললেন ইনজামাম?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দুর্দান্ত সময় পার করছে ভারত। সুপার এইটে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সেমিফাইনালেও উঠেছে রোহিতবাহিনী। তবে রানবন্যার ম্যাচটি নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ইনজামাম-উল-হক। তার সন্দেহ, ওই ম্যাচে বল নিয়ে 'কিছু একটা' করেছে ভারত। যা আসলে বল টেম্পারিংয়ের দিকেই নির্দেশ করছে।

মূলত ভারতীয় পেসার আর্শদীপ সিংয়ের রিভার্স সুইং করানোর ব্যাপারটিতে অবাক হয়েছেন ইনজামাম। ২০৫ রানের লক্ষ্য ব্যাট করতে নেমে ভালোই রান তুলছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু আর্শদীপের একটি ওভার ম্যাচের চেহারা বদলে দেয়। বলে দারুণ রিভার্স সুইং করাতে সক্ষম হন এই ডানহাতি পেসার। ২২ বছর বয়সী এই বোলার ৩৭ রানে ৩ উইকেট নিয়ে স্পেল শেষ করেন। যা ভারতের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু নতুন বলে ১৫তম ওভারেই রিভার্স সুইং কীভাবে করালেন আর্শদীপ, সেটাই প্রশ্ন ইনজামামের। যদিও সরাসরি বল টেম্পারিংয়ের কথা উল্লেখ করেননি তিনি। পাকিস্তানের টেলিভিশন চ্যানেল টোয়েন্টিফোর ডিজিটালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের এই কিংবদন্তি ব্যাটার বলেন, 'আর্শদীপ সিং ১৫তম ওভারে যখন আক্রমণে এলো; বল রিভার্স সুইং হচ্ছিল। নতুন বলে এটা (রিভার্স সুইং) আগেভাগে হয়ে গেল কি? এর মানে ১২ বা ১৩তম ওভারেই বল রিভার্স সুইং হওয়ার মতো অবস্থায় চলে গিয়েছিল বল। আম্পায়ারদের এ ব্যাপারে আরও সতর্ক থাকা উচিত। পাকিস্তানের কোনো বোলার এটা করলে অনেক কথা হতো। আমরা রিভার্স সুইং খুব ভালোভাবে জানি এবং ১৫তম ওভারে এসে যদি আর্শদীপ বল রিভার্স করাতে পারে, তার মানে এর আগেই গুরুতর কোনো কাজ হয়েছে।'

ইনজামামের কথায় সায় দেন পাশে বসা সেলিম মালিকও। তিনি আরও গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন ভারতের বিরুদ্ধে। মালিক বলেন, 'ইনজি (ইনজামাম), আমি এটা সবসময় বলি, কয়েকটি দলের ব্যাপারে চোখ বন্ধ রাখা হয় এবং ভারত তাদের মধ্যে একটি।'

এমবাপে ফেরায় স্বস্তিতে দেশ্যম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নাক ভেঙ্গে যাবার পর এক ম্যাচ বাদে আবারো মাঠে ফেরায় কিলিয়ান এমবাপেকে নিয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশ্যম। পোল্যান্ডের বিপক্ষে মঙ্গলবার গ্রুপের শেষ ম্যাচে ১-১ গোলে ড্র ম্যাচে ফ্রান্সের গোলটি করেন এমবাপে।

ডর্টমুন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচের পর দেশ্যম বলেন, 'শেষ পর্যন্ত এমবাপে মাঠে ফিরেছে। দূর্ঘটনার পর মাত্র তিনদিনের মধ্যে মাঠে ফেরা তার জন্য কঠিন ছিল। কিন্তু আমি মনে করি সে ভালভাবেই সেড়ে উঠেছে, মাঠেও সে স্বাচ্ছন্দ্যে খেলেছে।'

যদিও চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী এমবাপেকে মাস্ক পড়ে খেলতে হয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পেনাল্টি থেকে ফ্রান্সকে এগিয়ে দেন এমবাপে। কিন্তু রবার্ট লিওয়ানদোস্কির পেনাল্টির গোলে দ্রুতই সমতায় ফিরে পোল্যান্ড।

এর আগে গত শুকবার নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ফ্রান্সের গোলশূন্য দ্বিতীয় ম্যাচটিতে খেলেননি এই রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। ১৭ জুন অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারের সাথে আঘাতে তার নাক ভেঙ্গে গিয়েছিল।

দেশ্যম বলেছেন, 'মাস্ক পড়ে খেলার সাথে সে মানিয়ে নিয়েছে। তবে মুখ ঘেমে গেলে তা কিছুটা সমস্যায় ফেলছে। যদিও সব বাঁধাকে অতিক্রম করেই এমবাপে কাল মাঠে ছিল। আশা করছি আগামী ম্যাচে সে আরো ভাল খেলতে পারবে।'

অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে পরের রাউন্ডে ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ গ্রুপ-ই রানার্স-আপ দল। রোমানিয়া, বেলজিয়াম, স্লোভাকিয়া কিংবা ইউক্রেনের মধ্যে যেকোন একটি দলের ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ হবার সমান সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি ফাইনালের আগে ফ্রান্সের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখা যেতে পারে পর্তুগাল, স্পেন কিংবা জার্মানিকে।

এবারের আসরে এখনো পর্যন্ত ফরাসি স্ট্রাইকার গোলখরা কাটাতে পারেনি। এমবাপের পেনাল্টির আগে একটি মাত্র গোল নিজেদের নামের পাশে যোগ করেছে ফ্রান্স, তাও আবার আত্মঘাতি।

গ্রুপ পর্ব শেষে দলের সার্বিক পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে দেশ্যম বলেছেন, 'সত্যি বলতে কি আমি মোটেই হতাশ নই। আমরা গ্রুপের শীর্ষ দল হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। আমাদের গ্রুপটা বেশ কঠিন ছিল। আমরা অস্ট্রিয়াকে হারিয়েছি, কিন্তু তারা এক নম্বর হিসেবে পরের রাউন্ডে গেছে। আমরা জানি এখন থেকে নতুন করে আবারো প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে। যদিও এখনো আমরা জানি না পরের রাউন্ডে আমাদের প্রতিপক্ষ কে।'

ম্যাচে পোলিশ গোলরক্ষক লুকাস স্কোরুপস্কি ম্যাচ সেরার পুরস্কার পেয়েছেন। পোল্যান্ডের বিপক্ষে ফ্রান্সের জয়ী হওয়া উচিত ছিল বলে মনে করেন দেশ্যম, 'প্রথমার্ধে আমরা পাঁচটি ভাল সুযোগ পেয়েছিল। এখানে নির্ভুলতার কোন অভাব ছিলনা। প্রতিবারই গোলরক্ষক আমাদের আক্রমনগুলো রুখে দিয়েছে। কিন্তু অবশ্যই আমারের জয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। আরো গোল আমরা করতে পারতাম।'

মূল একাদশ থেকে আঁতোয়ান গ্রিজম্যানকে বাদ দেবার বিষয়ে দেশ্যম বলেন, এখানে অন্য কোন বিষয় নেই। আমি শুধুমাত্র প্রথম পছন্দকে বেছে নিয়েছি। পোল্যান্ডের বিপক্ষে দলকে আরো বেশী আগ্রাসী হয়ে খেলানোর চেষ্টা করেছি।

'ভারতকে নিয়ে কেউ কথা বলতে পারবে না, ক্রিকেটটা ওরাই চালায়'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের প্রভাব-প্রতিপত্তির বিষয়টি এখন ওপেন সিক্রেট। আইসিসিও ভারতের কাছে নতজানু। বড় টুর্নামেন্টে তারা সবার চোখের সামনেই ভারতকে বাড়তি সুবিধা দিয়ে থাকে।

এবারের বিশ্বকাপেই যেমন শ্রীলঙ্কার মতো দলকে যেখানে গ্রুপপর্বে চারটি ম্যাচ খেলতে হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভেন্যুতে, বাংলাদেশকে করতে হয়েছে সবচেয়ে বেশি পথ ভ্রমণ; সেখানে ভারতের ছিল একই ভেন্যুতে তিন ম্যাচ, হোটেল থেকে স্টেডিয়ামের দূরত্বও ছিল কম।

এর মধ্যে আবার বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ভারত কোন ভেন্যুতে খেলবে, সেটিও আগে থেকে ঠিক করা। সুপার এইটে প্রথম বা দ্বিতীয় দল যাই হোক, ভারতের জন্য সেমিতে গায়ানার উইকেট প্রস্তুত থাকবে, সেটি জানা ছিল আগেই।

আর প্রথম সেমিফাইনালে রিজার্ভ ডে রাখা হলেও ভারতের ম্যাচে তা রাখা হয়নি। বৃষ্টি বা অন্য কোনো কারণে ম্যাচ পরিত্যক্ত হলে ভারত পয়েন্টে এগিয়ে থাকায় ফাইনালে উঠে যাবে।

এবার এই ক্রিকেট পরাশক্তি ভারতকে নিয়ে বিস্ফোরক হলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি ওপেনার ক্রিস গেইল। আইপিএল থেকে শুরু করে ভারতকে দেওয়া বাড়তি সুবিধায় কীভাবে ক্রিকেট ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, সেসব নিয়ে খোলাখুলিই তিনি কথা বলেছেন 'ডাফানিউজ স্পোর্টস অব ক্রিকেট পডকাস্টে'।

জেমি আল্টারের সঙ্গে আলাপচারিতায় গেইল বলেন, 'কেউ ভারতকে নিয়ে কথা বলতে পারবে না। কারণ ক্রিকেটটা ভারতই চালায়। আপনাকে বাস্তবতা মেনে নিতে হবে, এটা সত্য। কে ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবে? ভারতকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো কেউ আছে? কেউ না।'

বিশ্ব ক্রিকেটে আইপিএলের প্রভাব এবং সেটার কারণে কীভাবে শুধু ভারতই লাভবান হচ্ছে, তা নিয়েও মুখ খুলেছেন গেইল। তিনি বলেন, 'ভারতের কোনো খেলোয়াড় সিপিএল বা বিপিএলের মতো অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলে না। অবসরের আগে ভারতের খেলোয়াড়রা সেটা করতে পারবে না। কিন্তু বিশ্বের বড় বড় তারকারা ঠিকই আইপিএলে খেলে। এই দুটোকে এক করুন, উত্তর পেয়ে যাবেন।'

'এটা সর্বদা উইন-উইন সিচুয়েশন (ভারতের জন্য)। তারা ভারতে খেলাটির পূজা করে। টিভি স্বত্ব, সবকিছুই নির্ভর করছে ভারতের ওপর। জায়গাটা ভারত। কোদালকে কোদাল বলতে হবে। (প্রভাব-প্রতিপত্তির) জায়গাটা ভারতই।'

আইপিএলের যখন এতই দাপট, তাই এই টুর্নামেন্ট চলার সময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট রাখার কোনো অর্থ দেখেন না গেইল। ক্যারিবীয় এই তারকা বলেন, 'দেখুন, অনেক খেলোয়াড় এখন অবসর নিয়ে আইপিএলে খেলতে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেষ হয়ে যাবে, যদি সত্যকে সত্য বলতে না পারেন। বিষয়গুলো সমন্বয় করা উচিত, যাতে সবাই খুশি থাকে। এখন তো এটা একতরফা। এখানে কোনো ন্যায় নেই।

'আইপিএলে বিশ্বের সেরা ক্রিকেটারদের খেলাতে হলে ওই সময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বন্ধ রাখতে হবে। তা না হলে এতে একটি দলই লাভবান হচ্ছে, সেটি হলো ভারত। এটি অনুচিত। এটা কোনো সিস্টেম হতে পারে না'- ক্ষোভ উগড়ে দিলেন গেইল।

রোহিতের সঙ্গে ঐতিহাসিক ছবির নেপথ্য

কাহিনী জানালেন কোহলি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০০৭ সালে টিম ইন্ডিয়া যখন প্রথমবার টি-২০ বিশ্বকাপ জেতে, রোহিত শর্মা ছিলেন ভারতীয় দলে। তবে বিরাট কোহলি ছিলেন না। পরে ২০১১ সালে ভারতের ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জয়ের শরিক হন বিরাট কোহলি। তবে রোহিত শর্মা সুযোগ পাননি ভারতীয় স্কোয়াডে। সুতরাং, রোহিত ও কোহলি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেয়েছিলেন আগেই। যদিও এর আগে একসঙ্গে বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে তুলতে পারেননি দুই তারকা।

২০১৪ সালের টি-২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে হেরে যায় ভারত। সেই দলে ছিলেন রোহিত-কোহলি দু'জনেই। ২০২৩ সালে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ফাইনালেও পরাজিত হয় টিম ইন্ডিয়া। সেখানেও রোহিতের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই চালান কোহলি। অবশেষে ২০২৪-এর টি-২০ বিশ্বকাপে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ট্রফি হাতে তুলতে সক্ষম হন আধুনিক ক্রিকেটের দুই কিংবদন্তি।

ব্রিজটাউনের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জয়ের পরে ট্রফি ঘোরাফেরা করতে থাকে ভারতীয় ক্রিকেটারদের হাতে। রোহিতের হাত থেকে সূর্যকুমার, তো আবার কখনও জাসপ্রীত বুমরাহর হাতে চলে যায় বিশ্বকাপের ট্রফি। সকলেই বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে ছবি তোলেন বিস্তর। তবে ভারতীয় সমর্থকরা ঐতিহাসিক একটি ফ্রেম উপহার পান কোহলির সৌজন্যে।

ঐতিহাসিক ফ্রেম

ভিকট্রি ল্যাপ সারা হলেও বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা বিশ্বকাপের ট্রফি নিয়ে একসঙ্গে কোনও ছবি তোলেননি। অথচ দুই তারকাই জানতেন যে, দেশের জার্সিতে আর কখনও টি-২০ ক্রিকেটে মাঠে নামবেন না তারা। সুতরাং, টি-২০ বিশ্বকাপ নিয়ে পাশাপাশি দাঁড়ানোর সুযোগ হবে না আর কখনওই। শেষমেশ কোহলি এসে ট্রফি তুলে দেন রোহিতের হাতে। পিছনে তুলে ধরেন জাতীয় পতাকা।

ঐতিহাসিক ছবি নিয়ে কী বলেন কোহলি

এমন ঐতিহাসিক ছবিটি প্রসঙ্গে পরে মুখ খোলেন বিরাট কোহলি নিজে। স্টার স্পোর্টসের সঙ্গে আলোচনায় তিনি বলেন, "ওর (রোহিতের) জন্যও বিশ্বকাপ জয় অত্যন্ত বিশেষ। এতে কোনও সন্দেহ নেই। ওর পরিবার এখানে রয়েছে। সামাইরা ওর কাঁধে ছিল। আমার মনে হল যে, ভিকট্রি ল্যাপে ও সারাক্ষণ পিছনে ছিল। আমি বলি যে, তুইও একটু ট্রফিটা হাতে নে।" পরক্ষণেই কোহলি বলেন, "আমার মনে হল আমাদের একসঙ্গে একটা ছবি তোলা উচিত। কেননা আমাদের এই যাত্রাটা দীর্ঘদিনের। বহু বছর ধরে আমরা একসঙ্গে খেলে আসছি। নিজেদের সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করেছি যাতে ভারতীয় ক্রিকেটে এই দিনটা আসে। ক্যাপ্টেন-লিডার, লিডার-ক্যাপ্টেন, আমরা শুধু একটা লক্ষ্যেই কাজ করে গিয়েছি। সেটা হল ভারতীয় ক্রিকেট। ওই ছবিটা ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য উৎসর্গ করা।"

দুই লাল কার্ডে কারু চেক প্রজাতন্ত্রকে

বিদায় করে নকআউটে তুরস্ক

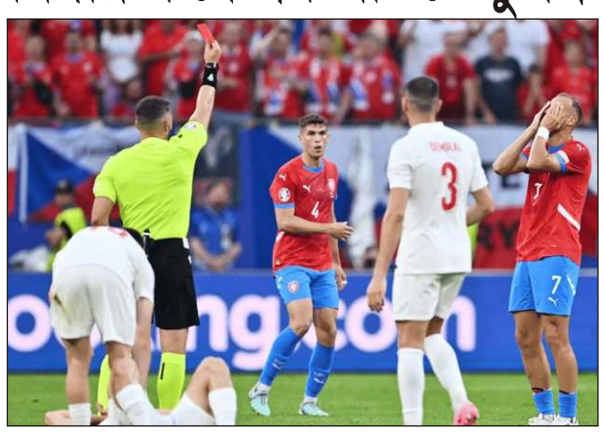

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চেক প্রজাতন্ত্রকে বিদায় করে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের নকআউট পর্বে জায়গা নিশ্চিত করল তুরস্ক।

আজকের ম্যাচ জয় পেলে চেকেরও শেষ ষোলোতে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তবে সেই সম্ভাবনার মৃত্যু হয়েছে ম্যাচের ২০ মিনিটেই। সে সময় অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার অ্যান্টনিন বারাক লালকার্ড দেখলে ১০ জনের দলে পরিণত হয় চেক।

আর ম্যাচের শেষ সময়ের গোলে চেকদের হারিয়ে নকআউট পর্ব নিশ্চিত করে তুরস্ক। এফ-গ্রুপ থেকে রানার্সআপ হয়ে শেষ ষোলোতে কোয়ালিফাই করেছে তারা। এই পর্বে অস্ট্রিয়ার মুখোমুখি হবে তুর্কিরা।

একজন কম খেলেও তুরস্ককে প্রথমার্ধে আটকে রেখেছিল চেক। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সুযোগ কাজে লাগায় তুরস্ক। ৫১ মিনিটে হাকান কালহানগলুর গোলে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় তুর্কিরা।

১০ জনের দল নিয়েও আশাহত হয়নি চেক। ম্যাচের ৬৬ মিনিটে তুরস্কের সেই গোল শোধ করে দেয় তারা। ১-১ সমতায় খেলার মূল সময় শেষ হয়ে গেলে জয়সূচক গোলটি পায়নি তুরস্ক। তবে শেষ মুহূর্তে তুরস্কের ত্রাণকর্তা হয়ে আসেন চেঙ্ক তসুন। দুর্দান্ত গোল করে ব্যবধান (২-১) বাড়ান তিনি।

এর ৪ মিনিট পর আবারও লালকার্ড দেখেন চেকের টমাস কোরি। ফলে ৯ জনের দলে পরিণত হয় তারা। শেষ পর্যন্ত আর গোলের সুযোগ তৈরি করতে না পারায় ২-১ ব্যবধানেই জয় নিশ্চিত হয় তুরস্কের।

পর্তুগালকে হারিয়ে শেষ ষোলোয় জর্জিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রথম দুই ম্যাচ জিতে আগেই শেষ ষোলোয় উঠে গেছে পর্তুগাল। এ ম্যাচে তা-ই কেবল শীর্ষস্থান মজবুত করার লক্ষ্য নিয়েই নামে তারা। কিন্তু জর্জিয়ার জন্য ছিল তা বাঁচা-মরার লড়াই। হারলে বা ড্র করলে বিদায় নিতে হতো আসর থেকে। কিন্তু পর্তুগালকে ২-০ গোলে হারিয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়ে শেষ ষোলোয় নাম লেখাল জর্জিয়া।

ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই রোনালদোদের ছিটকে ফেলেন নাপোলির মিডফিল্ডার কাভিচা কাভারেসখেলিয়া। ডি-বক্সের ভেতর থেকে তার বাঁ-পায়ের শট গোলের নিশানা খুঁজে পায়। ১৯ মিনিটে পর্তুগালের দিয়াগো দালোতের হেড লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ২৩ মিনিটে পালিনহার শটও রুখে দেন জর্জিয়ার গোলরক্ষক। ম্যাচের ২৮ মিনিটে ডি-বক্সে রোনালদোর জার্সি টেনে ধরলেও পেনাল্টি দেননি রেফারি। এটি নিয়ে তর্ক করে হলুদকার্ড দেখেন রোনালদো। ৫৫ মিনিটে ডি-বক্সের ভেতর লোকোশভিলিকে ফাউল করে জর্জিয়াকে পেনাল্টি উপহার দেন এন্তনিও সিলভা। স্পট কিক থেকে গোল করে দলকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন মাকুতাদজে। ২-০ গোলের জয়ে তৃতীয় হয়ে পরের রাউন্ডে উঠলো জর্জিয়া। তবে হারলেও গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েই পরের রাউন্ডে গেছে পর্তুগাল।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR